বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবনার আহ্বান

প্রস্তাবনা জমা দেয়ার শেষ তারিখ- ৬ জানুয়ারি,২০১৪

'দ্য গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর সোশ্যাল একাউন্ট্যাবিলিটি'(জিপিএসএ) কার্যক্রমটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে নাগরিক সমাজ ও সরকারকে সম্মিলিতভাবে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ সমূহ মোকাবেলা করতে সহযোগিতা করে। এই লক্ষ্যে সিভিল সোসাইটি অর্গানাইজেশন (সিএসও)/এন.জি.ও সমূহের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহন করে তা বাস্তবায়ন করতে জিপিএসএ কৌশলগত ও টেকসই সহযোগিতা প্রদান করে।

এ কার্যক্রমটি বিশ্বের অন্যান্য অংশীদারীত্ব সংগঠনগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক ও বিশ্ব ব্যাংকের সরকারী খাতে চলমান কর্মের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। এ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের মতামত ব্যবহার করে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মৌলিক সমস্যার সমাধান করা হয় যাতে করে সরকারী সংস্থা সমূহের কাজের মান উন্নত হয়।

কোন একটি দেশের নিজস্ব বাস্তবতা অনুযায়ী জিপিএসএ সহযোগীতা পুষ্ঠ কার্যক্রম সেই সকল ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করা হবে যেখানে বিশ্বব্যাংকের নিবিড় সম্পৃক্ততা রয়েছে এবং ব্যাংক সরকারকে নাগরিকদের মতামতের ভিত্তিতে সাড়া দিতে সহযোগীতা করতে পারবে ।

বিরাজমান বাধা দূর করে জিপিএসএ নাগরিকদের সুপষ্ট বক্তব্য রাখতে এবং সরকারকে সে সকল বক্তব্য শুনতে সহযোগীতা করে। এছাড়া বিভিন্ন সরকারী সংস্থা সমূহকে এধরনের প্রাপ্ত মতামতসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করার ব্যাপারেও সহযোগীতা করে।

জিপিএসএ দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বব্যাপী প্রস্তাবনার আহ্বান জানাতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশে সামাজিক দায়বদ্ধতার উদ্যোগ ও কর্মসূচীর নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নাগরিক সংস্থাসমূহের কাছ থেকে জিপিএসএ প্রস্তাবনা আহবান করছে-

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের চর ইউনিয়নসমূহে (যেমন-কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা,শেরপুর, জামালপুর, বগুড়া এবং সিরাজগঞ্জ জেলা) দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে উন্মুক্ত বাজেট প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করতে হবে (বিশেষ করে স্থানীয় পর্যায়ে এককালীন অনুদানপ্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে)। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে বাজেটের তথ্য সংগ্রহ করে গঠনমূলক বাজেট পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে। সেই সাথে তথ্য অধিকার আইন '২০০৯, স্থানীয় সরকার আইন '২০০৯ এর উন্মুক্ত বাজেটের ধারা ও ইউনিয়ন পরিষদ কার্যবিধি আগস্ট '২০১২ এর কাঠামোর মধ্যে থেকে তা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে নির্দিষ্ট চর এলাকাসমূহের উন্মুক্ত বাজেট প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে এটা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যবিধি অনুযায়ী সরকারী ব্যয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা মেনে করতে হবে। সেই সাথে এখানে তথ্য ও যোগাযোগের নানা কারিগরি দিকসমূহ ব্যবহার করতে হবে সামাজিক দায়বদ্ধতার নানা উপাদানের সাথে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী অর্থ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় জিপিএসএ'র সহযোগি কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যবহার করবে।

এটা আশা করা হচ্ছে জিপিএসএ'র ই প্রস্তাবনাকে অনুসরণ করে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সরকারি সংস্থাগুলোতে অর্থাৎ নির্বাহী পর্যায় ছাড়াও সর্বোচ্চ নিরীক্ষাকার্য সংস্থাসমূহ, আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাসমূহ,স্বাধীন আইনগত সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোতে কাজে লাগানো যাবে।

* বিবেচনার জন্য প্রস্তাবনায় অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ পরিস্কার উল্লেখ করবে:

১. প্রকল্পটিকে পাইলট অবস্থা থেকে বিশাল পরিধিতে নিয়ে একই আঙ্গিকে সারা দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা যাবে।
২. বিশেষ করে ২য় ল্যোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্টের (এলজিএসপি ২) কাঠামোর আঙ্গিকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে। এবং একই উদ্দেশ্যসমূহের উপর ফোকাস করে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার

এক্তিয়ারভুক্ত অন্যান্য চলমান প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পূর্ণ করে। প্রস্তাবনায় জিপিএসএ এর সহযোগীতার মূল্যমান অবশ্যই সংযোজন করবে এবং পুনারবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩. অন্যান্য সিএসওগুলোর সাথে এটি বিস্তৃত অংশীদারিত্বে যাওয়ার প্রস্তাবনা রাখে যা বিদ্যমান অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে প্রস্তাবটিকে বিশাল পরিসরে যাবার যোগ্যতা প্রদান করবে।

৪. প্রকল্পটি সেসব তথ্য প্রদান করবে যা ইতিমধ্যে সরকারী কার্যের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহে পরিপূরক হয়ে প্রয়োজন মেটাবে।

***জিপিএসএ সহযোগী প্রস্তাবনা:**

সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য ৩ থেকে ৫ বছরের প্রাক্কলিত সময়সীমার মধ্যে টেকসই ও কৌশলগত অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে সমর্থন যোগ্য হতে হবে।

মোট অর্থয়ানের জন্য একটি বাজেট প্রস্তাব করতে হবে যার মোট মূল্যমানের সীমা হবে ৫ লাখ ইউএস ডলার থেকে সব্বোর্চ্চ ১০ লাখ ইউএস ডলারের মধ্যে। তবে এই পরিসীমার নিচের অর্থায়নকেও বিবেচনায় আনা হবে। অনুরোধকৃত অর্থায়ন অবশ্যই প্রস্তাবনার সময়সীমার সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

যোগ্য সিএসও সমূহ:

সরকারী সংস্থার বাইরে থাকা আইনসম্মত সংস্থাসমূহ বা লাভবান খাতসমূহ উদাহরন স্বরূপ -বেসরকারী সংস্থা, অলাভবান গণমাধ্যম সংস্থা,দাতব্য সংস্থা, ধর্ম ভিত্তিক সংস্থা, পেশাদারী সংস্থা, শ্রমিক ইউনিয়ন, কর্মী সংস্থা, নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধির এ্যাসোসিয়েশন,ফাউন্ডেশন এবং উন্নয়ন নীতিমালা নির্ধারক ও গবেষণা সংস্থাসমূহ।

আবেদনকারী সিএসও কে অবশ্যই জিপিএসও'র অন্তর্গত যে কোন দেশের বৈধতার প্রমানপত্র দিতে হবে

অনুদানের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন, যোগ্যতা লাভের চাহিদাসমূহ, নির্বাচন নির্ণায়ক ও নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য জিপিএসএ'র আবেদন নির্দেশিকা পুনরায় পর্যবেক্ষণ করুন।
জিপিএসএ'র আবেদন নির্দেশিকা পড়ার ও আবেদন ফরম পূরন করতে আগ্রহী হন তবে www.worldbank.org/gpsa ভিজিট করুন।
বাংলাদেশস্থ বিশ্বব্যাংক কার্যালয় আয়োজিত ওরিয়েন্টশন সেশন সম্পর্কে জানতে হলে যোগাযোগ করুন:

মেহেরীন মাহবুব
mmahbub@worldbank.org